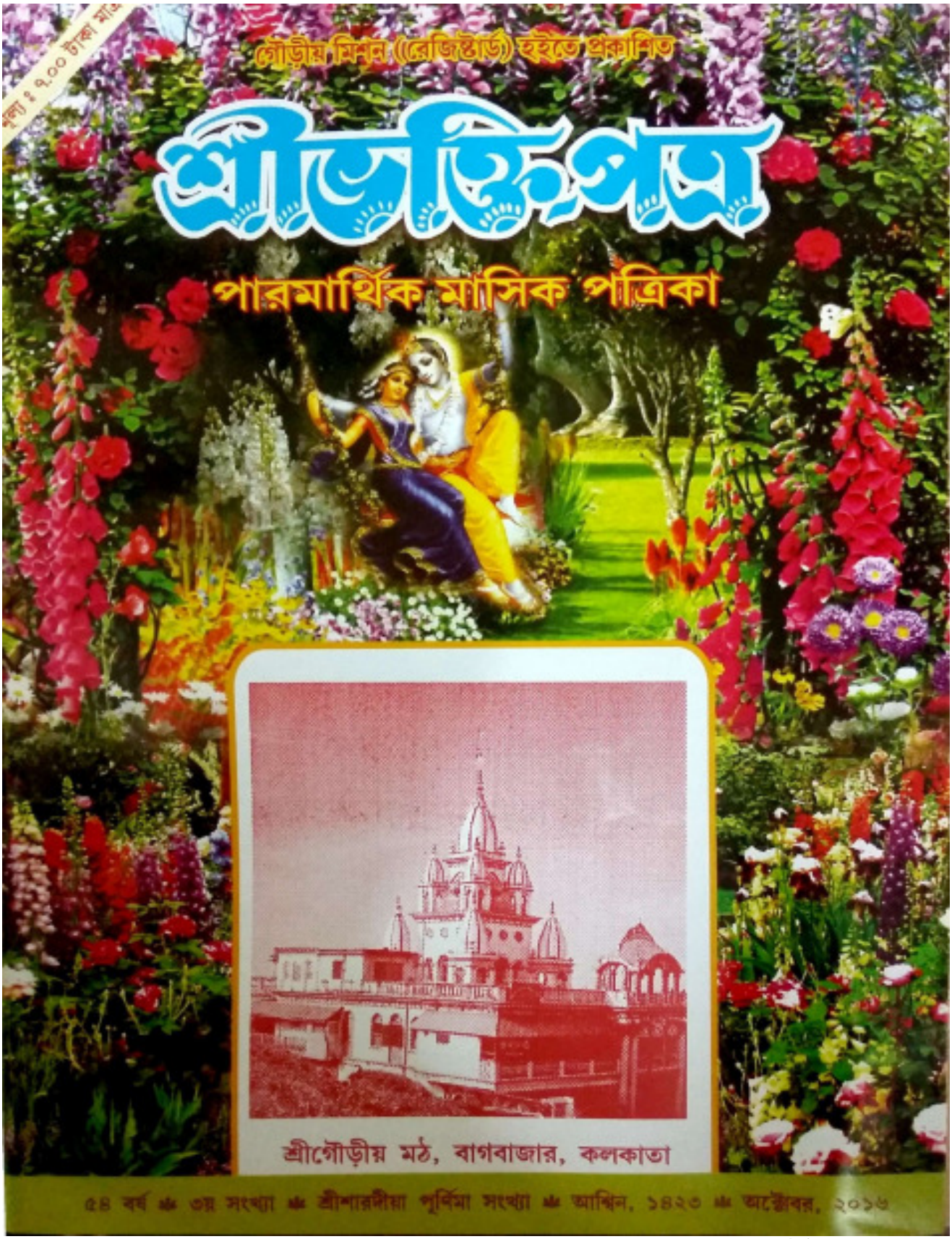

মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র
গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত
শ্রীভক্তি-পত্র
পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা
শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, কলকাতা
৫৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা শ্রীশারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা আশ্বিন, ১৪২৩ অক্টোবর, ২০১৬

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৩। শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা	—	৪
৪। প্রাকৃত ভূমিকায় অপ্রাকৃত তত্ত্বকে জানা যায় না	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫। শ্রীগোদ্রুম ধামে সপ্তদিবস ব্যাপী গৌরকথার আলোচিত অংশ	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস	৬
৬। যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস	১০
৭। "শ্রীমদ্‌ভাগবত কথামৃত"	সংগ্রাহক—অনিমা দাসী	১১
৮। মহারাজ হরিশচন্দ্র	পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে	১২
৯। বিহারের রাজধানী পাটনায় গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবর্ষ ধর্মসভা	সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস	১৬
১০। উর্জ্জাব্রতকালে রাধাকুন্ডে ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫৪ বর্ষ ❀ ৩য় সংখ্যা ❀ শ্রী শারদীয়া পূর্ণিমা সংখ্যা ❀ আশ্বিন, ১৪২৩ ❀ অক্টোবর, ২০১৬

সারকথা

ঈশ্বরেরও ঈশ্বর

প্রভুরও প্রভু কে?

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥
(চৈঃ চঃ আদি ৭।১৪)

বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি সঙ্কীর্ণ?

শুন' 'বাপ', সবারই একই ঈশ্বর।
নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুয়ে যবনে।
পরমার্থে এক' কহে কোরাণে পুরাণে ॥
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥
(চৈঃ ভাঃ আদি ১৬।৭৬-৭৮)

গঙ্গা স্নানাপেক্ষা বৈষ্ণব সঙ্গ শ্রেয়ঃ কেন?

গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥
হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—'মোর বৈষ্ণব পরাণ' ॥
(প্রার্থনা ঠাকুর মহাশয়)

শ্রীনাম-প্রভুর কৃপা—

সেই কৃষ্ণনাম কভু গাওয়ায়, নাচায়।
গাহি, নাচি নাহি আমি আপন-ইচ্ছায় ॥
(চৈঃ চঃ অ।৭।৯৬)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১০)পর স্বভাবের কোন প্রকার নিন্দা বা প্রশংসা না করিয়া নিজের আত্মসমীক্ষা বা আত্মসংশোধন করিবেন, তাহাতে পরম মঙ্গল হইবে, ইহাই আমার উপদেশ।

১২)মহাপ্রভুর নীতির মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও যবন নীতি দেখিতে পাই না। তাঁহার প্রচারিত বাক্য হইতে বুঝিতে পারি, তিনি ঋষি-নীতির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমরাও সেই পদানুসরণে ব্রহ্মনীতি ভাগবত নীতি অবলম্বন করিব।

১৩)মাথুর-বিরহ-কাতর-ব্রজবাসীগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম।

১৪)মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদগুরু।

১৫)যদি শ্রেয়ঃপথ সত্যিকারের চাই, তাহা হইলে আমাদের অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণী শ্রীমহাভাগবতের মুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাই একান্ত বাঞ্ছনীয়।

১৬)শ্রেয়োবস্তুই প্রাপ্তি হওয়া উচিত।

১৭)শ্রীরূপানুগগণের কৈঙ্কর্য্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই।

১৮)বিষ্ণুভক্ত শুদ্ধ বৈষ্ণব গুরুর আজ্ঞা পালন করিতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হইতে হয়, 'পশু' হইতে হয় বা অনন্তকাল নরকে যাইতে হয়, আমি অনন্তকালের জন্য চুক্তি করিয়া সেইরূপ নরকে যাইতে চাই। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরুপাদপদ্মের বলে মুষ্ট্যাঘাতে বিদূরিত করিব আমি এতদূর দাম্ভিক।

১৯)নির্গুন পরব্রহ্ম বস্তুর সহিত সাক্ষাৎকারের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া, শ্রৌতপথেই তাঁহার দর্শন হয়।

২০)যে মূহূর্ত্তে আমাদের কোন রক্ষাকর্ত্তা থাকিবেন না, সেই মূহূর্ত্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে। প্রকৃত সাধুর মুখে হরিনামই আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীল আচার্যদেবের হরিকথা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভুকে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চরম উপদেশ দিয়াছেন—

"গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রামাবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥
অমানি মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা ল'বে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে ॥"

ভারপ্রাপ্ত ভক্তের সম্বন্ধে প্রথম দুই পংক্তিতে শরীর ব্যবহারের উপদেশ। শেষে দুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্য্যার উপদেশ। অমানি-মানদভাবে শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণই ভজনের বাহ্য-প্রকাশ। ব্রজে শ্রীরাধাকৃষ্ণ-মানস-সেবাই পরমগুহ্য।

কৃষ্ণদাস্যে কিরূপ আনন্দ?

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটি-ব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু ॥
পরমপ্রেয়সী লক্ষ্মী হৃদয়ে বসতি।
তেঁহো দাস্য-সুখ মাগে করিয়া মিনতি ॥
দাস্য-ভাবে আনন্দিত পারিষদগণ।
বিধি, ভব, নারদ, আর শুক, সনাতন ॥
নিত্যানন্দ অবধূত সবাতে আগল।
চৈতন্যের দাস্য-প্রেমে হইলা পাগল ॥
শ্রীবাস, হরিদাস, রামদাস, গদাধর।
মুরারি, মুকুন্দ, চন্দ্রশেখর, বক্রেশ্বর ॥
এসব পণ্ডিতলোক পরম-মহত্ত্ব।
চৈতন্যের দাস্যে সবায় করয়ে উন্মত্ত ॥
কৃষ্ণপ্রেমের এই এক অপূর্ব প্রভাব।
গুরু-সম-লঘুকে করায় দাস্যভাব ॥

(চৈঃ চঃ)

কৃষ্ণকৃপার লক্ষণ কি

তাহান কৃপার এই স্বাভাবিক ধর্ম।
রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম ॥
কলিযুগে তা'র সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।
রাজ্যসুখ ছাড়ি' যাঁর অরণ্যে বিলাস ॥

(চৈঃ ভাঃ ১৯১-১৯২)

প্রাকৃত ভূমিকায় অপ্রাকৃত তত্ত্বকে জানা যায় না

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে অধিবাস তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের হরিকথা
স্থান-শ্রীগৌড়ীয় মঠ, বাগবাজার, তারিখ:- ০৪-০৯-২০১৫

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের কৃপায় আজ আমরা শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তীর অধিবাস তিথিতে সমবেত হয়েছি কেমন করে শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, অনুভব করতে হয় সে সম্বন্ধে দু' এক কথা শুনবার জন্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তিনি ভগবত্ত্বায় পূর্ণ—

অখিল রসামৃত মূর্তিঃ প্রসৃমর-রুচিরুদ্ধ তারকা-পালিঃ।
কলিত শ্যামা-ললিতো রাধাপ্রেয়ান্ বিধুর্জয়তি ॥

'রাধাপ্রেয়ান্ বিধু'—এর থেকে বড় পরিচয় আর কৃষ্ণের হয় না—শ্রীলরূপগোস্বামীপাদ বললেন। সমস্ত জীবের হৃদগুহায় যিনি বসে আছেন আত্মারূপে, তিনি সবাইকে নিজে জানান কিভাবে ভগবানকে জানতে হয়।' কৃষ্ণের ভগবত্ত্বার জ্ঞান যার হয় তার নাই কৃষ্ণেতে অজ্ঞান। সেই কৃষ্ণ জগতের হিত করে যান তাঁর আবির্ভাব লীলার প্রকাশ করতে গিয়ে। জগতের সর্বপ্রকার হিতসাধন করতে গিয়ে অখিলরসামৃত মূর্তি নিয়ে এসেছেন। শ্রীল রূপগোস্বামী পাদ বললেন যে—অখিল রসামৃত মূর্তি, যেখানে রস সেখানেই কৃষ্ণ, যেখানে রস নাই সেখানে ভগবান নাই। রস মানে—

ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥

হৃদয়ে উন্নত উজ্জ্বল রসের চেতনার অনুভব হয় যদি সেই ভূমিকায় শ্রীকৃষ্ণের দর্শন হয়। কৃষ্ণকে দেখবার আর কোন রাস্তা নাই। শ্রুতিশ্রবা ভগবান—কথা শুনতে ভালোবাসেন, তাঁর গুণ গাইলেই তাঁর কান খাড়া হয়ে যায়। এমন যিনি পুরুষ তিনি ভগবান, তিনি আবার অখিল রসামৃত মূর্তি। সমস্ত রস যার মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়। শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি মুখ্য রস এবং সাতটি গৌন রস এই বারোটি রসের দ্বারা তিনি আকর্ষিত হয়ে থাকেন। 'অখিল রসামৃত মূর্তি'—**'Love Incarnate' হয়ে যেমন রস হয় তেমনি রস যখন Incarnate হয়ে মূর্তি প্রকাশিত হয় তখন তাকে কৃষ্ণ বলা হয়।**

''কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ ॥''

তাঁর স্বরূপের পরিচয় হচ্ছে তিনি ভগবান, ভগবত্তার প্রবর্তন করে আবির্ভূত হয়েছেন। জগতের জীব যতক্ষণ কৃষ্ণ সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে, কৃষ্ণ বিষয়ক তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তারা কৃষ্ণের সন্ধান পায় না। কৃষ্ণের সন্ধান লাভ করতে গেলে কৃষ্ণ কার্ষ্ণ সম্বন্ধীয় বস্তুতে যত নিগূঢ় ভাব সঞ্চারিত হবে ততই আমরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করব। কৃষ্ণ বিষয়ক অজ্ঞানতা থাকলে কৃষ্ণের কোন কিছু বিষয় জানা যায় না, সেজন্য শ্রীলরূপ গোস্বামীপাদ বললেন—'কৃষ্ণ অখিল রসামৃত মূর্তি'। রস কি, বললেন যে—'ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূ'—চমৎ-কারিতার রাজ্যে উঠে ভাবনার বর্ত্মকে অতিক্রম করে যিনি কৃষ্ণ বিষয়ে স্বাভাবিক রস করতে শেখেন তিনি কৃষ্ণলীলার কিছু পরিচয় পেতে পারেন। 'কার্ষ্ণ' মানে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় যে সকল ভক্ত আছেন তাদের কথা আস্বাদন করতে শিখলে তাহলে কৃষ্ণের ভাব বুঝতে পারা যায়। যখন জীব কৃষ্ণভোলা থাকে, মানে কৃষ্ণের সম্বন্ধ ভুলে গিয়েছে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব হলে তখন কৃষ্ণকেও জানতে পারা যায় না। ''কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিক্রয় জ্ঞান। যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান''। যতক্ষণ আমরা অজ্ঞান থাকি, অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যাই, আমাদের চিত্তবৃত্তি সংকুচিত হয়ে যায় ততক্ষণ আমরা শ্রীকৃষ্ণকে জানতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দময় মূর্ত্তি—

''আনন্দলীলাময়বিগ্রহায় হেমাভ দিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে'' ॥
(শ্রীশ্রী চৈতন্যচন্দ্রামৃতম শ্লোক সংখ্যা ১১)

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র হচ্ছেন not other than কৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু অচেতন জীবকে আনন্দময় লীলার আবির্ভাব করিয়ে চেতন করবার জন্য এসেছিলেন, তিনি সারাদিন ধরে সকলে মিলে কৃষ্ণ বিষয়ক জ্ঞান দান করলেন,

কৃষ্ণ বিষয়ক আনন্দ দান করলেন। কৃষ্ণ বিষয়ে যার চেতনা যত বেশী সে ততো কৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারবে।

''যায় সকল বিপদ ভক্তিবিনোদ
বলেন যখন ও নাম গাই।''

শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর আমাদের উপদেশ দিয়ে তিনি বলেছেন, কৃষ্ণের নাম গানের দ্বারাই সকল বিপদ যায়, কৃষ্ণকে শ্রবণ কীর্তনের দ্বারাই ভগবানকে অনুভব করা যায়। তাঁর আবির্ভাব তিথির প্রাক্কালে হয়ে থাকে এসব। সেইজন্য প্রাক্‌কথন বেশী important -যেখানে মানুষের মেধা চলে না। ভগবানের কথা শুনতে হয়। Transcedental **কথা অপ্রাকৃত রাজ্যের কথা কিন্তু প্রাকৃত ভূমিকার বশবর্তিতা থাকলে কিছুতেই আমরা সেই তত্ত্বকে জানতে পারি না।**

যতক্ষণ আমাদের কৃষ্ণ বিষয়ক অভিনিবেশ তৈরী না হয়, transcedental (অপ্রাকৃত) রস সাহিত্যিকের কথা হৃদয়ে সঞ্চারিত না হয় ততোক্ষণ আমরা কিছুই বুঝতে পারি না।

''নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণ প্রেম প্রদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥''

গৌর তিনি কৃষ্ণের অভিনিবেশতা দান করেছেন সেইজন্য গৌরকে আমরা আগে বন্দনা করে থাকি।

নমঃ মহাবদান্যায়—শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে আমরা জানতে শিখি, So called ভাবুক যারা, তারা যাই বলুন না কেন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ শ্রীরূপ সনাতন থেকে বেশী বড় কথা কেউ বলতে পারবে না, কেননা, তারা তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন, কৃষ্ণের নিত্য পরিকর, নিত্য সহচর বললেও ভুল হয় না।

''কৃষ্ণের যতেক খেলা সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ ॥''

'কৃষ্ণের যতেক খেলা'—কৃষ্ণতো খেলেন না, নররূপ ধারন করে, মানুষরূপ ধারন করে অপ্রাকৃত লীলা করেন।

''অপ্রাকৃত তত্ত্ব নহে প্রাকৃত গোচর
বেদে ভাগবতে ইহা কহে নিরন্তর ॥''

বেদে ভাগবতে কোন সংশয় নেই, এক হয়ে বলেছেন। এই নরলীলার হয় অনুরূপ মানে নরসাম্যে আমরা দেখতে পাই। কারণ, আমরা মানুষ, মানুষের রূপে না দেখলে বুঝতে পারব না। সেইজন্য আজ, কাল, পরশু দিনের কথা আবির্ভাবিত করাবেন হৃদয়ে এবং তারা যেভাবে পালন করবেন actually সেই ভাবেই কৃষ্ণের আবির্ভাব সম্ভব।

**''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥''**

শ্রীগোদ্রুম ধামে সপ্তদিবস ব্যাপী গৌরকথার আলোচিত অংশ

বক্তাঃ—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন
সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তৈলং নাঙ্গীকৃতং যেন সন্ন্যাস-ধর্ম্ম রক্ষিণা।
জগদানন্দ-দত্তঞ্চ স্মরামি তং মহাপ্রভুম্ ॥

(শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল লীলা শ্লোক সংখ্যা-৬৯)

সেই শ্রীমহাপ্রভুকে আমরা স্মরণ করি যিনি শ্রীজগদানন্দ প্রদত্ত তৈল অঙ্গীকার না করে সন্ন্যাস ধর্মের মর্যাদা স্থাপন করেছিলেন। শ্রীলজগদানন্দ পন্ডিত মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যে একজন, তিনি দ্বারকাপুরীর বাম্য স্বভাবা সত্যভামা। তিনি মহাপ্রভুর প্রতি অপ্রাকৃত ভালোবাসা, প্রীতি নিয়ে গৌরদেশে এসেছিলেন আর পুরীধামে মহাপ্রভুর জন্য সুগন্ধি তেল নিয়ে এসেছিলেন। সুগন্ধী তেল ঠান্ডা। তিনি জানেন মহাপ্রভু কীর্তন করেন। সবসময় ভাবে থাকেন তাই যাতে ঘুম ভালো হয়, পিত্ত বায়ুর প্রকোপ কমে সেইজন্য সুগন্ধি তেল এনে গোবিন্দকে দিয়েছিলেন মর্দন করবার জন্য।

''তবে প্রভু ধাঞি গোবিন্দ কৈল নিবেদন।
''জগদানন্দ চন্দনাদি-তৈল আনিয়াছেন ॥''
প্রভু কহে-সন্ন্যাসীর নাহি তৈলে অধিকার
তাহাতে সুগন্ধি তৈল,—পরম ধিক্কার ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১২।১০৮)

শ্রীমহাপ্রভু বললেন, তেল জগন্নাথের মন্দিরে দীপ জ্বালাবার জন্য জগদানন্দকে দিতে বল তাহলে তার পরিশ্রম সফল হবে। আর আমি যদি এই তেল মেখে বাইরে যাই তো

লোকে আমাকে দারী সন্ন্যাসী বলে জানবে।

''এই সুখ লাগি আমি করিলুঁ সন্ন্যাস।
আমার সর্বনাশ—তোমা-সবার ''পরিহাস ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ ১২।১১৩

গোবিন্দ জগদানন্দ প্রভুকে একথা বললে তিনি অভিমান করে ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে উপবাস রইলেন। তিনদিন পর শ্রীমহাপ্রভু এসে জগদানন্দকে বললেন যে, আজ আমি তোমার গৃহে ভিক্ষা করব, তুমি রন্ধন কর। মান, প্রণয় আদি যে সকল প্রেমের উপরের কথা রয়েছে জগদানন্দ সেই শ্রেণীর ভক্ত। তিনি শ্রীমহাপ্রভুকে অনুনয় করলেন না অন্যভাবে আদর প্রকাশ করলেন। জগদানন্দ মান ভাঙতে বাধ্য হলেন, শ্রীমহাপ্রভুর জন্য রান্না করলেন।

তবে মহাপ্রভু সুখে ভোজনে বসিলা
ব্যঞ্জনের স্বাদ পাঞা কহিতে লাগিলা ॥
''ক্রোধাবেশের পাকের হয় ঐছে স্বাদ!
এই ত' জানিয়ে তোমায় কৃষ্ণের 'প্রসাদ' ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৩০-১৩১)

শ্রীমহাপ্রভু প্রতিদিন যা ভোজন করেন তার দশগুণ ভোজন করলেন নাহলে আবার জগদানন্দ তিনদিন উপবাস করবেন।

জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এইমতে।
সত্যভামা কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ॥
জগদানন্দের প্রেমবিবর্ত শুনে যেই জন।
প্রেমের 'স্বরূপ' জানে, পায় প্রেমধন ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১২।১৫৪)

তাই শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্মরণ করলেন—সন্ন্যাসী ধর্ম মর্যাদা রক্ষিত হলো এবং জগদানন্দের প্রেমের প্রকাশ জগতে জানালেন। যাঁরা শ্রীমহাপ্রভুর লীলা পড়েন, স্মরণ করেন তাঁদের জানালেন যে প্রেমের এইরকম একটা ভূমিকাও আছে। যে ভূমিকায় প্রেমিকের উপরে অভিমান, রাগ করা যায় তাতে কোন অসুবিধা হয় না এতে প্রেম বর্দ্ধিত হয় কিন্তু কমে না।

''জগন্নাথাগারে গরুড়সদনে স্তম্ভনিকটে।
দর্দশ শ্রীমূর্তিং প্রণয়বিবশা কাপি জরতী ॥
সমারুহ্য স্কন্ধং যদমলহরেস্তুষ্টমনসঃ।
শচীসূনূঃ শশ্বৎ স্মরণ পদবীং গচ্ছতু স মে ॥''

(শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল)

শ্রীমহাপ্রভু যখন শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে দর্শনে যেতেন তিনি গরুড় স্তম্ভের পিছনে থেকে শ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করতেন।

একদিন শ্রীমহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শন করছেন এমন সময় এক আদিবস্যা মহিলা মহাপ্রভুর কাঁধে চড়ে জগন্নাথ দর্শন করতে লাগলেন। সেবক গোবিন্দ তাকে আস্তেব্যস্তে নামাতে গেলে মহাপ্রভু গোবিন্দকে বাধা দিলেন। সেই নারীর সম্বিৎ ফিরলে নেমে এসে তিনি মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করলেন।

''তার আর্তি দেখি প্রভু কহিতে লাগিলা
এত আর্তি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১৪।২৮)

অহো ভাগ্যবতী এই বন্দি ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমার বা হয় ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ ১৪।৩০)

ভক্তির শিক্ষক, ভক্তাবতার, ভক্তিমদ্ বিগ্রহ নিয়ে মহাপ্রভু এসেছেন তাই পদে পদে ভক্তির শিক্ষা দিয়েছেন এবং ভক্তির আদর করেছেন। তাই তিনি আদিবস্যার আর্তিকে আদর করেছেন। তিনি সেই বৃদ্ধা মহিলাকে লক্ষ্য করে শিক্ষা দিলেন এইরকম যে যদি কেউ ভগবানের ভজন করতে চান, ভক্তিতে এগোতে চান, চিন্ময় জগতের ছিঁটেফোঁটা পেতে চান তাহলে সেই সাধক বা ভক্তের মধ্যে যে গুণ গুলো থাকা প্রয়োজন তা হলো আর্তি, দৈন্য, লোভ, লালসা।

যদি আমরা বৈষ্ণব হতে চাই তাহলে এই গুণগুলির কোন একটির প্রকাশ নিশ্চয়ই আমাদেরকে বৈষ্ণব হতে সাহায্য করবে। নীচতা, দীনতা, দৈন্য, আর্তি, খেদ, লালসা এগুলো ভক্তি পাওয়ার সম্বল, এগুলো যদি আমাদের হৃদয়কে আশ্রয় না করে তাহলে ভক্তিতে অগ্রসর হতে খুবই কঠিন হবে। মহাপ্রভুর পথ প্রেমের পথ সংকীর্তন যজ্ঞের পথ সেই পথে যেতে গেলে ঐ সকল গুণের আভাস বা ছিঁটেফোঁটা যদি আমাদের উপরে পড়ে তাহলে আমরা চৈতন্য অবতারে বঞ্চিত হব না।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্মরণ করেছেন—''কলিহত জীবের ক্ষেত্রে এই বিপ্রলম্ভ ভাবটাই সৌন্দর্য্য।'' মহাপ্রভু সেই বৃদ্ধার আর্তিতে সন্তুষ্ট হলেন আর নিজেও সেই আর্তি জগন্নাথের কাছে প্রার্থনা করে শিখালেন যে কোথাও যদি এরূপ দৈন্য, আর্তি, ক্রন্দন, বিলাপ পাওয়া যায় তা লোভ

রূপ মূল্য দিয়ে কিনে নিতে হবে। চৈতন্যদেবের ধামের ধূলা যেন প্রতিবছর পাই—এই বাসনা পরিপক্ক অবস্থায় হওয়ার কালে ভক্তি বাসনাতে পরিবর্দ্ধিত হয়। গোবিন্দ মহাপ্রভুর প্রতি মর্যাদা বুদ্ধিতে ঐ মহিলাকে নামাতে চেয়েছিলেন কিন্তু মহাপ্রভু গোবিন্দকে মানা করে উল্টা ঐ বৃদ্ধার প্রতি আদর দেখালেন।

পূর্বে আসি, যবে কৈলা জগন্নাথ দরশন।
জগন্নাথে দেখে—সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বপ্নের দর্শনাবেশে তদ্রূপ হৈল মন।
যাঁহা তাঁহা দেখে সর্বত্র মুরলী-বদন ॥
এবে যদি স্ত্রীরে দেখি, প্রভুর বাহ্য হৈল
জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের স্বরূপ দেখিল ॥

(চৈঃ চঃ অঃ।১৪।৩১-৩৩)

পুরীদেবে ভক্তিং গুরুচরণযোগ্যাং সুমধুরাং
দয়াং গোবিন্দাখ্যে বিশদ পরিচর্যাশ্রিতজনে।
স্বরূপে যো প্রীতিং মধুররস-রূপাং হ্যকুরুত
শচীসূনুঃ শশ্বৎ স্মরণপদবীং গচ্ছতু স মে ॥

(গৌরাঙ্গ লীলা স্মরণ মঙ্গল শ্লোক-৭১)

আরও তিনজন পরিকরের কথা স্মরণ করলেন শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর। এনারা হলেন শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীগোবিন্দ তাঁর সেবক এবং শ্রীস্বরূপ দামোদর। এরা হচ্ছেন ভক্তির পুতলী। শ্রীমহাপ্রভু যে ভক্তি বিচ্ছুরণ করলেন, দান করলেন তাই এদের নিয়ে এসেছেন গোলক থেকে।

শ্রীমহাপ্রভুর গুরু হলেন শ্রীঈশ্বর পুরী আর শ্রীঈশ্বর পুরী হলেন শ্রীপরমানন্দ পুরীর গুরুভ্রাতা। দক্ষিণ দেশে শ্রীপরমানন্দ পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে শ্রীমহাপ্রভু তাকে পুরীতে আসতে অনুনয় করে বলেছিলেন যে সেখানে কৃষ্ণকথার প্রেমালাপ করবেন। সেই শ্রীপরমানন্দ পুরীকে আহ্লাদিত করেছেন শ্রীমহাপ্রভু ভক্তি আস্বাদন লীলায়। পরমানন্দ শ্রীপুরীর কূপ উদ্ধার করে সেই জল নিজে পান করে সকলকে বলেছেন এই জল যে পান করবে তার কৃষ্ণভক্তি লাভ হবে। এই উক্তির দ্বারা তিনি শ্রীপরমানন্দ পুরীকে নন্দিত করেছিলেন। ঈশ্বরপুরীপাদের সেবা করতেন গোবিন্দ। ঈশ্বর পুরী-অন্তর্ধান লীলা করবার কালে শ্রীগোবিন্দকে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করতে বলেছিলেন। গুরুর সন্তোষার্থে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীগোবিন্দকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীগোবিন্দের সেবা ছিল বিশুদ্ধ এবং নিঁখুত। একদিন মহাপ্রভু সাত সম্প্রদায় নিয়ে কীর্তন করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে গম্ভীরার দ্বারে শয়ন করেছিলেন।

''গম্ভীরার দ্বারে করেন আপনে শয়ন।
গোবিন্দ আসিয়া করে পাদ-সম্বাহন ॥''

(চৈঃ চঃ অঃ ১০।৮২)

শুদ্ধ সেবকের একটা নিয়ম আছে, তারা প্রভুর পাদ-সম্বাহন করবেন তারপর উচ্ছিষ্ট প্রসাদ নিয়ে ভোজন করবেন। শ্রীগোবিন্দ শ্রীমহাপ্রভুকে অঙ্গ সরাতে বললে তিনি এত ক্লান্ত ছিলেন যে বললেন তিনি পারবেন না। শ্রীগোবিন্দ তাঁর উত্তরীয় শ্রীমহাপ্রভুর অঙ্গে ঢাকা দিয়ে ডিঙিয়ে গিয়ে ভিতরে এসে শ্রীমহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করলেন এত সুন্দর করে যে শ্রীমহাপ্রভু দু'দন্ড নিদ্রিত থাকলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে শ্রীমহাপ্রভু গোবিন্দকে তখনও বসে থাকার কারণ জিজ্ঞেস করলে গোবিন্দ উত্তর দিলেন আপনি দ্বারা আটকে শয়ন করেছেন তাই বাইরে যাইতে পারি নাই তাই প্রসাদ সেবন হয় নাই। শ্রীমহাপ্রভু বললেন যেভাবে ভেতরে এসেছ সেভাবে কেন গেলে না?

'সেবা' লাগি' কোটি অপরাধ নাহি গণি।
স্ব-নিমিত্ত অপরাধাভাসে ভয় মানি ॥
এতসব মনে করি গোবিন্দ রহিলা
প্রভু যে পুছিলা, তার উত্তর না দিলা ॥

(চৈঃ চঃ অঃ ১০।৯৭)

এইসব ভক্তিশাস্ত্রের গূঢ় মর্ম। গোবিন্দের দ্বারে মহাপ্রভু বিশুদ্ধ সেবা শিক্ষা দিলেন। কবিরাজগোস্বামীপাদ বর্ণন করেছেন—

''ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম' যেন জাম্বুনদ হেম।''

(চৈঃ চঃ অঃ ২০।৬২)

গুরু বৈষ্ণবের সেবা পরিপাটী বিশুদ্ধভাবে করতে হয় এটাই চৈতন্যদেবের শিক্ষা। সেবার একটা ভূমিকা রয়েছে, সেবার অপর নাম প্রেম। সেবাটাই ভজন।

গোবিন্দ কহে মনে—''আমার 'সেবা' সে 'নিয়ম'।

(চৈঃ চঃ অঃ ১০।৯৫)

এই নিত্য সেবা প্রাপ্তির জন্য আমাদের নবদ্বীপ ধামে আগমন, ধাম পরিক্রমন গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গলাভ এবং হরিকীর্তন যজ্ঞে অংশ লাভ।

সপ্তম দিবস

অকস্মাদেবাবির্ভবতি ভগবন্নামলহরী
পরীতানাং পাপৈরপি পুরুভিরেষাং তনুভৃতাম্।
অহো বজ্রপ্রায়ং হৃদপি নবনীতাথিতমভূ-
ন্নৃনাং লোকে যস্মিন্নবতরতি স গৌরো ॥

মমগতিঃ ॥

(শ্রীচৈতন্যোচন্দ্রামৃতম শ্লোক সংখ্যা-১১০)

সেই গৌরসুন্দর আমার গতি হোন যিনি এই সংসারে আবির্ভূত হওয়ার ফলে অকাস্মাৎ ভগবানের নামের লহরী জগতকে প্লাবিত করেছিল তার ফলে মনুষ্য শরীরধারী পাপ পঙ্কিলে পূর্ণ যারা তারা পাপমুক্ত হলো। তাদের বজ্রপ্রায় হৃদয় নবনীতের মতো কোমল হলো এবং তারা প্রেম সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে লাগলেন, তাদের জীবন ধন্য হয়েছিল। চন্দ্রগ্রহণের ছলে যখন সকলে হরিধ্বনিতে মত্ত হয়েছিল সেই সময় চৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। হঠাৎ করেই যেন এ সংসার হরিনামের ঢেউয়ে প্লাবিত হলো চর্তুদিক। তৎপূর্বে সমাজের অবস্থা শোচনীয় ছিল। একদিকে নাস্তিক্য বাদের প্রকোপ অপরদিকে নিজেদের কাম চরিতার্থ করবার জন্য দেবদেবীর উপাসনা প্রবল আকারে ধারন করেছিল। ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে মায়াবাদীদের উন্নত মস্তক রূপ পর্বত ভারতবর্ষের পরিবেশ প্রতিকূল করে তুলেছিল। এমন সময় শ্রীচৈতন্যদেব এলেন। তাঁর আগমনে একটা সংকেত পাওয়া গেল, হরিনামের ঢেউ উঠল। শৈশবকালে যখন ক্রন্দন করতেন, হরিনাম করলে শান্ত হতেন।

বড় হয়ে বিদ্যা বিলাসের মাধ্যমে জড় বিদ্যার অসারতা বুঝতে পেরে পিতৃশ্রাদ্ধছলে গয়া গিয়ে গুরুধারন করে হরিনামের ঢেউ ওঠালেন। এরপর প্রথমে শ্রীবাস অঙ্গনে অর্ন্তমুখী কীর্তন করতেন তারপর তিনি নগর সংকীর্তন এর প্লাবন এনেছিলেন যা কিনা পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে পুরী এবং ধীরে ধীরে দাক্ষিণদেশ, উত্তর ভারত সর্বত্র সকলকে হরি সংকীর্তন মাতিয়ে তুললেন। হরি, কৃষ্ণ, রাম এই তিন নাম যুক্ত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর যুক্ত মহামন্ত্র প্রকাশ করলেন।

''জীবেরে করিয়া যন্ত্র হরিনাম মহামন্ত্র।
হাতে হাতে প্রেমের অঞ্জলি।

আর নামের মহিমা প্রসঙ্গে বললেন—

এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
পাতকীর সাধ্য নাই তত পাপ করে ॥
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার
স্বেদ, কম্প, পুলকাদি গদ্‌গদাশ্রুধার ॥
অনায়াসে ভবক্ষয় কৃষ্ণের সেবন।
এক কৃষ্ণ নামের ফলে পাই এত ধন ॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৮।২৬-২৮)

এই নাম গোলকে গোপনে ছিল ইতিপূর্বে প্রকাশিত ছিল না, মহাপ্রভু এই নাম প্রকাশ করলেন এবং যেচে যেচে সকলকে দান করলেন।

আরও বললেন—নাম ও নামী গোলকপতি কৃষ্ণের মধ্যে কোন ভেদ নাই। সেইসঙ্গে এও বললেন 'নাম নামী হইতে অধিক করুন।' নাম সাধন কলিহত জীবের জন্য খুব সহজ উপায়। শাস্ত্রচূড়ামনি শ্রীমদ্ভাগবত বললেন—'কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ'। আজ সেই হরিনামের প্রভাব দিকে দিকে তার ইচ্ছায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমরা ভাগ্যবান সেই হরিসংকীর্তন যজ্ঞে নিজেদের আত্মহুতি দিতে এগিয়ে চলেছি।

''যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি
নামের সহিত আছে আপনি শ্রীহরি ॥''

মনুষ্যতনুধারী জীব পাপেতে নিমগ্ন ছিল। ডাকা চুরি ছিনতাই, গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা যত জঘন্য পাপে তারা পূর্ণরূপে নিমগ্ন ছিল, ক্রমে তাদের হৃদয় পাষানবৎ হয়ে গিয়েছিল, দয়াধর্ম, মানবতা এগুলো হারিয়ে ফেলেছিল। এমন একটা অবস্থা ছিল যে হরিনাম গ্রহণেতেও হৃদয় পাষানটা গলছিল না।

'অপরাধ ফলে মম চিত্ত ভেল বজ্রসম
তুয়া নামে না লভে বিকার।'

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভগবন্নামলহরীর স্পর্শে তাদের পাষান হৃদয় নবনীতের মতো কোমল হয়েছিল।

কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥'

(চৈঃ চঃ আঃ ৭।৮৩)

বিশুদ্ধ কৃষ্ণনামের প্রভাবে চিত্ত পাপমুক্ত হয়, বাসনা

মুক্ত হয়, চিত্ত দ্রবীভূত হয় নির্মল করে হৃদয়কে হরিসেবার উপযুক্ত করে হরিনাম নামীতে বিভোর করে।

মহাপ্রভুর পরবর্তী মহাজন শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

পশু পাখী ঝুরে পাষান বিদরে
শুনি যার গুণগাথা।

তাইতো মহাপ্রভু যখন ঝাড়িখন্ডের পথে পথে গিয়েছিলেন আজও সেই বিগলিত পাহাড় আমরা দেখতে পাই। হরিণ, বাঘ, হাতি এরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিল। আমরা চৈতন্যের ভক্ত, চৈতন্য ভক্তের চরণাশ্রিত দাস, মনুষ্যজন্ম লাভ করে এই নবদ্বীপ ধামে এসে পৌঁছেছি। সেই ধাম আমাদের দু'হাত তুলে গৌরের নাম করতে শিখায়।

কবিরাজ গোস্বামীপাদ বলেছেন—

কোটি জন্ম ব্রহ্মজ্ঞানে সেই মুক্তি নয়
এক নামাভাসে সেই মুক্তি হয়। ❑

যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

আমরা এ জগতে চতুর বলতে সাধারণত চালাক, ধূর্ত লোকদের বুঝি। যিনি এ জগতে যত বেশী কৌশল জাল বিস্তার করে ধন, মান, যশ, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহে দক্ষ, তিনি তত বড় চতুর। যিনি নানাপ্রকার বাক্যবিন্যাসের দ্বারা লোকের বাহবা নিয়ে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে পারেন, তিনি আধুনিক বিচারে অত্যন্ত চতুর। যিনি নিজের চতুরতার প্রভাবে জগৎকে মুগ্ধ করে নিজের বুদ্ধির বাহবা প্রদর্শন করে, আমরা তার চাতুর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে ভোট দিতে থাকি।

কিন্তু যাঁরা বাস্তব চতুর, বুদ্ধিমান কুশল, তাঁরা চতুরপণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয়ে আবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁরা উপরি উক্ত চতুরগণের মূল্য স্বীকার করেন না। তাদেরকে বোকা বলে জানেন। শুধু নিজে জানেন না জগতকে জানিয়ে দিয়ে বলেন—**'যে জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর'।** এটাই বাস্তব চতুরের কৌশল। যে চতুরতায় কৃষ্ণ ভজনের কৌশল নাই, তা ধূর্তের ধূর্তামি, ভণ্ডের ভণ্ডামি, ঠকের ঠকামী ও জীবহিংসার প্রবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

কৃষ্ণভক্তগণ কত বড় চতুর তা আলোচনা করলে জানা যায়—তাঁরা যদিও এ জগতে বাস করেন, কিন্তু জগতের কৃষ্ণ ইতর কার্যে তাঁদের প্রীতি নাই। তাঁরা জনগণমতে তথাকথিত ধূর্ত বা মতলববাজ লোকদের কোন অনুষ্ঠানে প্রশয় দেন না। এমন কি সেজন্য যদি জন ও গণ বল হতে বয়কটও হন তবু শ্রীবলদেবের চিদবলে বলীয়ান হয়ে সেগুলিকে অগ্রাহ্য করেন। জনগণমত যদি কৃষ্ণভক্তি-বিরোধী মত, প্রাকৃত সহজিয়া মত হয়, তাহলে কৃষ্ণভক্তগণ তৃণাদপি সুনীচ, অমানী, মানদ ও তরোরপি সহিষ্ণু নীতির আদর্শে থেকে অতি চতুরতার সহিত তাঁদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকেন। কৃষ্ণভক্তগণ জানেন একমাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের মনোভিষ্ট অভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে কৃষ্ণসেবার যাবতীয় চতুরতা নিয়োগ করতে হয়। তাঁরা শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের আনুগত্য ছাড়া মতলববাজ কোন প্রতিষ্ঠানে বা সমিতিতে যোগদান করেন না। যদিও কখনও কখনও কৃষ্ণভক্তগণ তথাকথিত সভা সমিতিতে যোগদানের অভিনয় করেন, তা কেবলমাত্র মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেবের মহিমা কীর্তনকারী হয়ে, তাদের অভিব্যক্তিতে সায় দেবার জন্য নয়।

প্রাণ গেলেও—বিষম সংকটে পড়লেও তাঁরা অভক্তগণের দেহমনো ধর্ম মতে প্রশয় দেন না। অভক্তগণ ভাবেন যে তাদের দল বড় তারা মনে করলে কৃষ্ণভক্তদের দিয়ে পল্লীমঙ্গল, নারীমঙ্গল, দরিদ্রভাণ্ডার, অনাথ আশ্রম, মাতৃমন্দির, সেবাসমিতি, বান্ধব সমিতি প্রভৃতিতে যোগ করিয়ে নিতে পারেন। এটা জগতে চতুরতার বিশুদ্ধ সংস্করণ হলেও কর্মীগণের বিচারে সর্বোত্তম পরোপকার হলেও স্বর্গ-নরক, পাপ-পূণ্যে সমদর্শী কৃষ্ণভক্তগণ তা অবাধে ধরে ফেলেন। মায়াশক্তি পরিচালিত এই সভা-সমিতির দ্বারা কখনও জীবের মঙ্গল লাভ হয় না। যারা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির জালে আবদ্ধ তারা অপর জীবদের কি করে মঙ্গলের রাস্তা দেখাতে পারে।

কিন্তু সেবন ধর্ম মায়ার আচরণে নেই। কেবল সেবাগ্রহণ ও ভোগ প্রবৃত্তি শিক্ষা দেওয়াই তাঁর স্বাভাবিক ধর্ম। ঐ সকল সমিতি বান্ধব সমিতি বলে পরিচয় দিলেও যে পর্যন্ত নিজের মঙ্গল কামনাযুক্ত হয়ে নিত্য বান্ধব বা পরম বান্ধব কৃষ্ণ-

কার্ষ্ণ (বৈষ্ণব) সুখানুসন্ধানে নিযুক্ত না হন, সে পর্যন্ত তারা স্বজনাখ্য দস্যু ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য সকলের উপকার করা বাস্তব সত্যকথা। কিন্তু নিজে উপকৃত না হয়ে, নিজে দরিদ্র থেকে অপরকে উপকার করতে যাওয়া বা দান করতে যাওয়া বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। সেজন্য স্বয়ং শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বলেছেন—

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর উপকার ॥

(চৈঃ চঃ আঃ—১০।৪১)

সর্বপ্রথম শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যে ভগবানকে জেনে নিজের জীবনকে সার্থক করতে হবে। পরে শ্রীগুরুদেবের আদেশে পরের উপকার করতে হবে।

যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।
আমার আজ্ঞায় গুরু হইয়া তার এই দেশ ॥

সেই জনই প্রকৃত চতুর যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ বা শ্রীগুরুবৈষ্ণবের ভাব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে জাগতিক নিরর্থক ব্যাপারে প্রীতি করেন না। যদি আমরা কোটি কোটি জন্ম ধরেও যদি হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা বাদ দিয়ে সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠান খুলি আমাদের কোন মঙ্গল হবে না। সেই ত্রিতাপ জ্বালায় বিদগ্ধ হতে হবে, সংসার দাবানল গ্রস্ত হতে হবে, মন্দোদয় দয়ার আহ্বান করতে গিয়ে আমরা পল্লী, নারী, বিধবা, দরিদ্র ও অনাথগণের মঙ্গল করতে গিয়ে যাদের জন্য সভা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান খুলব একদিন তারাই আমাদের অমঙ্গল চিন্তা করবে অথবা আমরাই প্রাকৃত নিয়মে অন্যমনস্ক হয়ে বিপরীত পথে তাদের পরম শত্রুতে পরিণত হয়ে তাদের অমঙ্গল সাধন করতে থাকব। এটাই এই জগতের নিত্য-নৈমিত্তিক কথা।

সেইজন্য আমাদের জানা উচিত একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেব বা তাঁর ভক্তগণের দয়া, দানে মন্দের উদয় হয় না। তাঁদের দয়া অমন্দোদয় দয়া তাঁরা অমন্দোদয় দয়ানিধি। যাঁরা অলসতা বা কপটতা দোষে দুষ্ট থেকে এরূপ অমন্দোদয় দয়ানিধির সন্ধান রাখে না বা প্রয়োজন বোধ করে না, বৃথা কার্যে সময় অতিবাহিত করেন কৃষ্ণভক্তগণ তাঁদের বুদ্ধি কৌশলের প্রশংসা করেন না। উপরন্তু অন্বয় ও ব্যতীরেকভাবে তাদের কাজে বাধা প্রদান করে নিত্য মঙ্গলের রাস্তা পরিষ্কার করেন।

যিনি যে পরিমাণে হরিগুরুবৈষ্ণব সেবা পরায়ণ, তিনি সেই পরিমাণে চতুর। এজন্য মহাজনগণ গেয়েছেন—যে জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর। নাকি বাস্তবপক্ষে কৃষ্ণভজন হচ্ছে, ভণ্ডামি হচ্ছে, এই চতুরতার দ্বারাই প্রমাণিত হয়।

"শ্রীমদ্ভাগবত কথামৃত"

সংগ্রাহক—অনিমা দাসী, (জলপাইগুড়ি)

"যস্যাং বৈ শ্রূয়মানায়াং কৃষ্ণে পরম পুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা" ॥

(ভাঃ-১।৭।৭)

শরণাগত হয়ে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শোক মোহভয় নাশিনী ভক্তির উদয় হয়।

মহাজনগণ বলেন যিনি মানদ হয়ে তৃণাদপি সুনীচ হয়ে সর্বদা হরি কীর্ত্তন করেন তিনিই একমাত্র ভাগবত কথা কীর্ত্তন করবার অধিকারী হন। অর্থাৎ শ্রীগুরুবর্গ কীর্ত্তন করেন, সাধারণ জীব শ্রোতামাত্র।

শাস্ত্র দুই প্রকারের। আগম ও নিগম শাস্ত্র। আগম অর্থাৎ সাত্বততন্দ্র পঞ্চরাত্র সমূহ। নিগম অর্থাৎ বেদ। বেদের নির্যাসই শ্রীমদ্ভাগবত।

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূল রামায়ন ও পঞ্চরাত্র এই সকলই শাস্ত্র বলে কথিত হয়েছে। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ তা শাস্ত্র নয়।

শ্রীমদ্ভাগবত শব্দব্রহ্ম, শব্দমূর্তি স্বয়ং কৃষ্ণ। এই শব্দব্রহ্মের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবন করাই শ্রেয়। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের দ্বারা সংসার থেকে পার হওয়া যায়। কলিতে শ্রীমদ্ভাগবত সেবাই শ্রেষ্ঠ। মোট ১২টি স্কন্ধ সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের পাদদেশ স্বরূপ তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ শ্রীকৃষ্ণের উরুদেশ পঞ্চম স্কন্ধ নাভি দেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ বক্ষদেশ, সপ্তম ও অষ্টম স্কন্ধ বাহুদেশ, নবম স্কন্ধ হল কণ্ঠদেশ, দশম স্কন্ধ ভগবানের প্রফল্লিত মুখমন্ডল, একাদশ স্কন্ধ হল ললাট, দ্বাদশ স্কন্দ হল মস্তক।

শ্রী মদ্ভাগবত শ্রবনের দ্বার কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছিল, তার

উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল পান্ডবংশধর শ্রীপরীক্ষত মহারাজ।

শ্রী মদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে বলা হয়েছে—

''নিবৃত্ততর্যৈরূপ গীয়মানা—
-দ্ভবৌষধাচ্ছোত্র মনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুনানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পঞ্চঘ্নাৎ' ॥

—ভাঃ ১০।১।৪

—অর্থাৎ উত্তম: শ্লোক শ্রীহরির গুনানুকীর্তন শ্রৌত ধারায় সম্ভব হয়, শ্রী গুরুমুখ হতে শ্রুত হয়ে পশ্চাতে কীর্তিত হয়ে থাকে। সেই কীর্ত্তন যার দেহ অধ্যাস নেই, বিষয় তৃষ্ণা নেই, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ সম্বন্ধে যার আকাঙ্খা নেই, তিনিই কীর্ত্তন করতে পারেন। পশুঘাতী ব্যাধ বা আত্মঘাতী অপরাধ ছাড়া আর কেই বা এই হরিকীর্ত্তন থেকে বিরত হয়ে পারেন?

আর হরিকীর্ত্তনের শ্রোতা কে হতে পারেন?

গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন—

''তদ্বিদ্ধিণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

—গীঃ ৪।৩৪

অর্থাৎ সেবোন্মুখী চিত্ত নিয়ে ভগবৎ কথা শুনতে হবে। ভাগবত শ্রবণের দ্বারা কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়ে থাকে কিন্তু ভক্তগণ শুদ্ধভক্তিই প্রার্থনা করে থাকেন।

কলির প্রারম্ভে শ্রীশৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণেচ্ছু হয়ে শ্রীসূত গোস্বামীর নিকট ৬টি প্রশ্ন করেছিলেন। কলির জীব কিভাবে ভাগবত কথা শ্রবন করতে পারেন।

কীর্ত্তনকারী শ্রীমূত গোস্বামী ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত হয়েও তিনি শ্রীলশুকদেবের নিকট হতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের অধিকার সকল বর্ণেই আছে। পরে তিনি শ্রীভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৩২নং শ্লোক বিচার অনুসারে ব্রাহ্মনলক্ষণ বিশিষ্ট হন।

শ্রীমদ্ভাগবত রচয়িতা ব্যাসদেব ১৭টি পুরাণ রচনা করেও চিত্তের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন নাই। ব্যাসদেব শ্রীনারদ ঋষির শিষ্য ছিলেন।

একবার নারদ ঋষি জগতের ভক্তিশূন্য অবস্থা দর্শন করে খুব দুঃখিত হলেন। তিনি ভ্রমন করতে করতে বৃন্দাবনের রাসস্থলীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে দেখলেন একজন তরুণ বসে খুব ক্রন্দন করছেন, পাসে ২জন মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে আছে। তরুন নারদ ঋষিকে দেখে বললেন-আমার দুটি ছেলে মৃত। আপনি এ সম্বন্ধে কিছু বলুন।

নারদ যোগবলে সবই জানতে পারলেন। তরুনীই ভক্তিদেবী। তিনি তরুনীকে বললেন—তুমি ভক্তিদেবী, কলিতে সাধারণ জীবও ভক্তি পাবে। তুমি কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেছিলে কৃষ্ণ তোমাকে বর দিয়েছেন, কলিতে যে ভক্ত হবে তুমি তাদের পালন করবে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য না থাকাতে এ দুজন মৃত প্রায় হয়েছে। তুমি চিন্তা কোরো না। নারদ ঋষি ২জনকে জাবীত করার অনেক চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কলিতে জ্ঞান, বৈরাগ্যের কোন স্থান থাকবে না। কলিতে এ দুটো মৃতপ্রায় অবস্থায় থাকবে।

শ্রীনারদ ঋষি সনকাদি চতুঃসনকে প্রশ্ন করেছিলেন—কলিতে ভগবান প্রাপ্তির বা ভগবানের কৃপা পাবার সবচেয়ে সহজ উপায় কি? ৪ জন পুরুষ বলেছিলেন—কলিতে একমাত্র সহজ উপায় হল শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ। ভাগবত শ্রবণ দ্বারা অনর্থগ্রস্ত জীবের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ থেকে মুক্তি হয় এবং পরিশেষে মুক্তকুলের উপাসক জীবগণ মুক্তকুলের উপাস্য অশোক, অভয়, অমৃত আধারস্বরূপ শ্রীভগবৎ চরণ প্রাপ্ত হতে পারে। ❑

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র

পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে, (শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

বৈবস্বত মনুর দশপুত্রের অন্যতম ইক্ষ্বাকু, তার থেকে বিকুক্ষি বা শশাদ, পুরঞ্জয়—বংশপরম্পরায় ধুন্ধুমার, দৃঢ়াশ্ব, হর্য্যস্ব, নিকুম্ভ, কৃশাশ্ব, সেনিজিৎ, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা, পুরুকৃৎস, ত্রসদস্যু, অমরণ্য, হর্য্যশ্ব, প্রারুণ, ত্রিবন্ধন, সত্যব্রত বা ত্রিশঙ্কু। কেকয় বংশের সত্যরমা নামের পত্নীর গর্ভে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জন্ম। হরিশ্চন্দ্র 'ত্রৈশঙ্কব' নামে অভিহিত হন (হরিবংশ ১২-১৩)। সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কুপুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের শরীরে শাস্ত্রোক্ত সমস্ত সুলক্ষণ প্রকাশিত ছিল।

হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কু পরম সুদর্শন পুত্রকে যুবরাজ করে মানবদেহেই স্বর্গসুখ ভোগের ইচ্ছা করেছিলেন। সেজন্য ত্রিশঙ্কু প্রথমে গুরু শ্রীবশিষ্ঠকে, পরে বশিষ্ঠের শতপুত্রগণকে তাঁর স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য যজ্ঞ করতে প্রার্থনা করলেও তারা তা করেন নি। সর্বোপরি বশিষ্ঠের পুত্রগণের অভিশাপে ত্রিশঙ্কুকে চন্ডালে পরিণত হতে হয়।

চণ্ডালত্ব থেকে মুক্তি ও স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য ত্রিশঙ্কু মহারাজ সাধিব পুত্র মহাতপা বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হলেন। ত্রিশঙ্কুর প্রতি বিশ্বামিত্রের দয়া হল। ত্রিশঙ্কু যাতে স্বশরীরে স্বর্গে যেতে পারে, সেজন্য বিশ্বামিত্র ঋষিগণকে যজ্ঞ করতে বললেন। মহাক্রোধী মহাতেজীয়ান্ বিশ্বামিত্রের ভয়ে ঋষিগণ যজ্ঞ করলেন। বিশ্বামিত্র স্বয়ং ঐ যজ্ঞের আয়োজক হয়ে আহুতি প্রদান করলেও দেবতাগণ তা গ্রহণ করলেন না। এমতাবস্থায় বিশ্বামিত্র ক্রোধান্বিত হয়ে নিজের শক্তি দ্বারা ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে প্রেরণ করলেন। ত্রিশঙ্কুকে স্বর্গে আগমন করতে দেখতে পেয়ে দেবরাজ তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন—'তুই চণ্ডাল, অত্যন্ত ঘৃণার্হ 'স্বর্গ' তোর উপযুক্ত স্থান নয়, মর্ত্তে ফিরে যা। মর্ত্তে পতনকালে তাঁকে রক্ষা করবার জন্য ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের নিকট আর্ত্তি সহকারে প্রার্থনা জানালেন। ত্রিশঙ্কুর কান্নার শব্দ শুনে বিশ্বামিত্র 'তিষ্ঠ' শব্দের দ্বারা ত্রিশঙ্কুকে আকাশে অবস্থিতি করালেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র নূতন সৃষ্টি ও দ্বিতীয় স্বর্গ নির্মাণের জন্য আচমন পূর্বক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলে শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্রকে বহুপ্রকারে কাকুতি মিনতি করে তাঁকে নুতন বিশ্বসৃষ্টির উদ্যম হতে নিবৃত্ত করে তাঁর সন্তোষ বিধানের জন্য ত্রিশঙ্কুকে দিব্যদেহে বিমানে আরোহণ করিয়ে স্বর্গে ফেরৎ পাঠালেন। অযোধ্যাপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের অনুগ্রহে পিতার স্বর্গগমনের বার্ত্তা জানতে পেরে সানন্দহৃদয়ে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

অনেকদিন পরেও পুত্র না হওয়ার কারণে মহারাজ গুরু বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে নিজের দুঃখ নিবেদন করলেন। 'অপুত্রক ব্যক্তির সদগতি নাই', 'পুত্রহীনতার ন্যায় গুরুতর দুঃখ এবং ভাগ্যহীনতা আর কিছুই নাই' ইত্যাদি অমঙ্গলের কথা শুনে রাজা হরিশ্চন্দ্রের প্রতি বশিষ্ঠের করুণা হল। বশিষ্ঠ রাজাকে যত্ন করে বরুণ দেবের আরাধনা করবার জন্য উপদেশ দিলেন। বরুণদেব অপেক্ষা সন্তানপ্রদ দেবতা আর কেউ নেই। গুরুদেবের উপদেশানুসারে রাজা হরিশ্চন্দ্র গঙ্গার তীরে পদ্মাসনে বসে বরুণদেবের তীব্র আরাধনায় রত হলেন। রাজার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বরুণদেব দর্শন দিলেন এবং অভিপ্রেত বর প্রার্থনা করতে বললেন। হরিশ্চন্দ্র ''পুত্রর'' প্রার্থনা করলে বরুণদেব হাসিমুখে বললেন—'আমি তোমাকে তোমার মনোমত গুণবান্ পুত্র দেব, কিন্তু একটা শর্ত আছে:—তোমাকে আমার একটা মনোমত কাজ করে দিতে হবে। তুমি যদি দ্বিধাহীনভাবে তোমার পুত্রকে যজ্ঞীয় পশুরূপে আমার প্রীতির জন্য বলি দিতে পার, তা হলে আমি তোমাকে পুত্র বর প্রদান করব।' রাজা হরিশ্চন্দ্র আপাততঃ বন্ধ্যত্বদোষ হতে মুক্তির জন্য বরুণদেবের শর্ত সাপেক্ষে পুত্র বর গ্রহণে রাজী হলেন। বরুণদেব আরও একবার তাঁর শর্ত্তের কথা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পরমাসুন্দরী একশত মহিষী ছিলেন। শিবিরাজের কন্যা পতিব্রতা শৈব্যা হরিশ্চন্দ্র মহারাজের প্রধানা মহিষী ছিলেন। বরুণদেবের বাক্যানুসারে প্রধানা মহিষী গর্ভবতী হলেন এবং যথাসময়ে শুভ নক্ষত্র ও শুভ গ্রহ সমন্বিত শুভদিনে একটি পরমসুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করল। রাজার আর আনন্দের সীমা রইল না। পরম উদারমতি দানবীর হরিশ্চন্দ্র মুক্তহস্তে সকলে দান করতে লাগলেন। মহারাজের ভবনে পুত্রের জন্মনিবন্ধন হেতু প্রত্যেকদিন মহোৎসব হতে লাগল। এইভাবে মহানন্দে দিন কাটছিল, এমন সময় বরুণদেব এক সুন্দর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধরে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। ব্রাহ্মণবেশী বরুণদেব প্রথমে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আশীর্বাদ করলেন, পরে নিজের পরিচয় দিলেন, তাঁহার উদ্দেশ্যে পুত্রকে উৎসর্গ করার কথা রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। ধার্ম্মিকবর মহারাজ একদিকে পুত্রের প্রতি অপরিসীম স্নেহ, অপরদিকে বরুণদেবের কাছে নিজেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এই চিন্তা করে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। রাজা ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্বক বরুণদেবের যথাবিধি পূজা বিধানের পর তাঁর কাছে নিবেদন করলেন—'আপনি সর্বজ্ঞ, সনাতনধর্মের বিধিব্যবস্থা সবই জানেন, পশুবধ-যজ্ঞে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই সমান অধিকার। পুত্র জন্মিলে পিতার দশাহান্তে বৈদিক কার্য্য করণীয় এবং মাতা মাসান্তে শুদ্ধ হয়। এইজন্য আপনি কৃপা করে আমাকে একমাস সময় দিন।' বরুণদেব বললেন—'এখন আমি চলে যাচ্ছি। একমাস বাদে আমি আবার আসব। ইতোমধ্যে

তোমার ছেলের নামকরণ কর। একমাস বাদে যখন আবার আসব, তখন তোমার পুত্রকে আমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করবে।' মহারাজ সুখী হয়ে কোটি কোটি গাভী ও তিলাচল ব্রাহ্মণগণকে দান করলেন। নামকরণ অনুষ্ঠানে পুত্রের নাম রাখলেন 'রোহিতাশ্ব'। ঠিক একমাস বাদে বরুণদেব মোহ্যমানং সেখানে আবার এসে রাজাকে বার-বার বলতে লাগলেন 'যজ্ঞ কর, যজ্ঞ কর'। তাঁকে দেখে রাজা শোকে মোহ্যমান হয়ে পড়লেন। পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে বরুণদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করে বললেন—'আমার পরম সৌভাগ্য আপনি কৃপা পূর্বক আমার ন্যায় দীনহীন ব্যক্তির গৃহে শুভ পদার্পণ করেছেন। আপনি দীনের প্রতি দয়াময়। আপনার বাঞ্ছা আমি অবশ্যই পূরণ করব, কিন্তু বেদ-বিদ্‌গণ বলেন দন্তোদগম না হওয়া পর্য্যন্ত পশুর যজ্ঞবিধান প্রশস্ত নয়, এইজন্য আপনার সেই দন্তোদগম পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করা সমীচীন মনে করি।' হরিশ্চন্দ্রের এই কথা শুনে বরুণদেব 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন। পুত্রের দন্তোদগম হলে বরুণদেব সেখানে পুনরায় দ্বিজরূপে আসলেন 'চূড়াকরণের পূর্ব্বে পুত্রের যজ্ঞবিধান করা উচিত নয়—এই বলে বরুণদেবের নিকট রাজা সময় চাইলেন। তাতে বরুণদেব অপ্রসন্ন হয়ে বললেন—'তুমি পুত্রস্নেহে কাতর হয়ে আমাকে পুনঃ পুনঃ প্রতারণা করছো। যজ্ঞীয় সমস্ত সামগ্রী প্রস্তুত, তথাপি তুমি যজ্ঞ করতে ইচ্ছা করছো না। আমার শেষ কথা—চূড়াকরণের পরেও যদি তুমি যজ্ঞ না কর, তা হলে আমি ক্রুদ্ধ হব এবং তোমাকে অভিসম্পাত করব। তুমি ইক্ষ্বাকু বংশে জন্মগ্রহণ করেছ, তোমার বাক্য যেন মিথ্যা না হয়।' বরুণদেব চলে গেলে রাজা সুস্থির হলেন এবং আনন্দসহকারে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। কুমার রোহিতাশ্বের চূড়াকরণকাল উপস্থিত হলে রাজা মহোৎসবের আয়োজন করলেন। মহারাণী পুত্রকে কোলে করে মহারাজের সম্মুখে বসে আছে, এমন সময় অগ্নি তেজের ন্যায় বিশিষ্ট বরুণদেব তথায় উপস্থিত হলেন। বরুণদেবকে দেখে রাজা ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়লেন, বরুণদেবকে প্রণাম করে করজোরে বিনীতভাবে তাঁকে বললেন—'আমি আপনার আজ্ঞাপালনে সর্বদাই প্রস্তুত। তবে আপনাকে একটি বিষয় বলছি, যদি যুক্তিযুক্ত মনে করেন গ্রহণ করবেন। বেদের বিধানানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় উপনয়ন সংস্কার হলেই দ্বিজাতি হয়, নতুবা শূদ্রপদবাচ্য। আমার শিশু সন্তানের উপনয়ন না হওয়ায় সে শূদ্র থাকায় বেদের বিধানানুসারে কর্মার্হ নয়। ব্রাহ্মণগণের আট বৎসর, বয়সে, ক্ষত্রিয়গণের এগার বৎসর বয়সে এবং বৈশ্যগণের দ্বাদশ বর্ষে উপনয়ন বিহিত। আমাকে আপনার অযোগ্য দীন সেবক বিবেচনা করে পুত্রের উপনয়ন সংস্কারের পর আপনি মহাযজ্ঞের ব্যবস্থার আদেশ প্রদান করুন। আপনি সামান্য দেবতা নন। আপনি ধর্মজ্ঞ, সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও লোকপাল।' বরুণদেব রাজার বিনয়সূচক বাক্য শ্রবণ করে প্রসন্নবদনে 'তথাস্তু' বলে চলে গেলেন। বরুণদেব প্রস্থান করলে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর সহধর্মিণী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আনন্দসাগরে নিমজ্জিত হলেন। রাজকুমার দশমবর্ষে পদার্পণ করলে মহারাজ পুত্রের উপনয়নের জন্য দ্রব্যাদি আহরণ করতে লাগলেন। কুমারের এগারো বৎসর বয়স হলে যখন রাজা যথাবিহিত উপনয়কার্য্য আরম্ভ করেছেন, ঠিক সেই সময় বরুণদেব বিপ্রবেশে এসে উপস্থিত হলেন। বরুণদেবকে চিনতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে মহারাজ তাঁকে প্রণাম করে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে বলতে লাগলেন—'হে দেব! আমার পুত্রের উপনয়ন হয়ে গেছে, এখন সে যজ্ঞীয় পশু হবার যোগ্য হয়েছে। আপনার কৃপায় আমার বন্ধ্যাত্ব অপবাদ দূর হয়েছে। আপনাকে সত্য করে বলছি, আপনার সন্তোষের জন্য প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা দিয়ে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করব। কিন্তু আমার অভিলাষ সমাবর্ত্তনের পরেই ঐ যজ্ঞানুষ্ঠান হওয়া কর্ত্তব্য। আপনি দয়া করে সকাল পর্য্যন্ত আমাকে সময় দিন।' মহারাজের বাক্য শুনে বরুণদেব বললেন—'হে রাজন, আপনি পুত্রপ্রেমে ব্যাকুল হয়ে বার-বার আমাকে নানাপ্রকার যুক্তি প্রদর্শন করে প্রতারণা করছেন। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু সমাবর্ত্তনসময়ে আমি আবার আসব, এটা নিশ্চয়ই জানবেন।' রাজা কোন প্রকারে পুত্রে জীবন রক্ষা করতে পেরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

রাজকুমার রোহিত এখন বড় ও বুদ্ধিমান হয়েছেন। বরুণদেবের সাথে পিতার কথাবার্ত্তাতে বুঝতে পারলেন কোনও গুরুতর রহস্য আছে যেজন্য পিতাকে শোকার্ত্ত দেখছি। পিতার শোকের কারণ সকলকে জিজ্ঞাসা করলে লোকমুখে জানতে পারলেন তাঁকে যজ্ঞে বিনাশের জন্য পিতা বরুণদেবের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন। নিজেকে রক্ষা করা ও পিতার দুঃখনাশ করার উপায় কি? এই বিষয়ে

মন্ত্রিগণের সঙ্গে পরামর্শ করলে মন্ত্রিগণ তাঁকে পালানোর জন্য পরামর্শ দিলেন। রোহিতাশ্ব গৃহ ছেড়ে বনে আশ্রয় নিলেন। রাজকুমারের বনবাসের কথা শুনে মহারাজ অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে পুত্রের খোঁজে চতুর্দ্দিকে দূত পাঠালেন। কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর শোকাকুল রাজার নিকট বরুণদেব উপস্থিত হয়ে 'মহারাজ, যজ্ঞ করুন' এই আদেশ দিলেন। মহারাজ বরুণদেবকে প্রণামপূর্বক বললেন—'হে দেব, আমার পুত্র ভীত হয়ে কোথায় চলে গেছে, কিছুই জানি না। সর্বত্র দূত পাঠিয়েছিলাম কিন্তু কেউ কোনো সন্ধান দিতে পারছে না। পুত্র পলায়ন করেছে, এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আপনি সর্বজ্ঞ, সবই জানেন। আমার এই বিষয়ে কোন দোষ নেই। আমার ভাগ্যই খারাপ।' বরুণদেব রাজার এই বাক্য শুনে 'নিদারুণ জলোদর রোগে আক্রান্ত হও' বলে ক্রোধে তাঁকে অভিসম্পাত প্রদান করলেন। বরুণদেবের অভিশাপের ফলে রাজা হরিশ্চন্দ্র বিষম জলোদর রোগে আক্রান্ত হয়ে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করতে লাগলেন।

পিতার নিদারুণ জলোদর রোগে আক্রান্ত হওয়ার কথা শুনে পুত্র রোহিতাশ্বের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তিনি পিতার কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হলেন। রোহিতাশ্বকে পিতার কাছে যাচ্ছে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে তাঁর কাছে এসে তাঁকে বারণ করলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—'তুমি পিতার কাছে গেলে, পিতা রোগ থেকে মুক্তির জন্য তোমাকে যজ্ঞে আহুতি প্রদান করবেন। তুমি জেনে শুনে কেন মৃত্যুকে বরণ করতে যাচ্ছো? জানবে প্রাণিগণের আত্মাই সর্বপেক্ষা প্রিয়তম। সেই আত্মারই সুখের জন্য স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি প্রিয় হয়। এইজন্য তোমাকে পেলে তোমার পিতা তাঁর দেহরক্ষার জন্য তোমাকে সংহার করবেনই। তোমার পিতার মৃত্যু হলে তুমি রাজ্যলাভ করতে পারবে, এখন তোমার যাওয়া উচিত নয়।' দেবরাজ ইন্দ্রের এইপ্রকার নিষেধবাক্য শুনে রোহিতাশ্ব র আরও এক বৎসর বনমধ্যেই অবস্থান করলেন। কিন্তু পিতা হরিশ্চন্দ্রের গুরুতর রোগযাতনার কথা শুনে রোহিতাশ্বের মন চঞ্চল হল। তিনি মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে পিতার কাছে যেতে ব্যাকুল হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র পুনরায় ব্রাহ্মণবেশে এসে নানা যুক্তি দেখিয়ে রোহিতাশ্বকে যেতে নিষেধ করলেন। এদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্র রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে পুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে তাঁর প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। বশিষ্ঠদেব বললেন—'মূল্যপ্রদানে ক্রীত পুত্রদ্বারা পশুবধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলে তিনি নিঃসন্দেহে পাপ থেকে মুক্ত হতে পারবেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দশপ্রকার পুত্রের কথা নির্দ্দেশ করেছেন—তার মধ্যে ''ক্রীতপুত্র'' একপ্রকার। অতএব ক্রীতপুত্রের দ্বারা যজ্ঞ করলে নিঃসন্দেহে বরুণদেব তোমার প্রতি প্রসন্ন হবেন। তোমার রাজ্যে কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ লোভের বশবর্ত্তী হয়ে অর্থের বিনিময়ে পুত্র প্রদান করবেন।'

মহারাজ রোগের প্রতিকারের উপায় জানতে পেরে মন্ত্রিগণকে অর্থের বিনিময়ে পুত্র সংগ্রহের জন্য আদেশ দিলেন। হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে অজীগর্ত্ত নামে একজন অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করতেন। অজীগর্ত্তের তিনটি পুত্র ছিল! তিনটি পুত্রের নাম ক্রমানুযায়ী—শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল। রাজমন্ত্রী দ্বিজবর অজীগর্ত্তের কাছে গিয়ে পশুবধ যজ্ঞের জন্য একটি পুত্রকামনা করলেন, পুত্রের বিনিময়ে একশত ধেনু দেবেন এই রকম বললেন। অজীগর্ত্ত খিদেয় অত্যন্ত কাতর থাকায় একটি পুত্রকে বিক্রয়ের জন্য মনঃস্থ করলেন। জ্যেষ্ঠপুত্র পারত্রিক কার্য্যের অধিকারী, এই বিবেচনায় তাকে দিতে ইচ্ছা করলেন না। গর্ভধারিণী জননী তাঁর শেষ সন্তান কনিষ্ঠ পুত্রকে দিতে অস্বীকার করলেন। অজীগর্ত্ত ব্রাহ্মণ একশত গাভীর বিনিময়ে মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে প্রদান করলেন। রাজমন্ত্রী শুনঃশেফকে রাজার কাছে নিয়ে আসলেন। মহারাজ সেই বালকটিকে যজ্ঞের পশুরূপে নির্দ্ধারণ করে দিলেন। যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান ক্রমানুযায়ী হবার পর যখন যজ্ঞীয় পশুর বলির সময় আসল, তখন শুনঃশেফকে যূপকাষ্ঠে বাঁধা হল। বালক তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ব্যাকুল হৃদয়ে রোদন করতে লাগল। শুনঃশেফের ঐ অবস্থা দেখে মুনিগণ সকলেই আক্ষেপ করতে লাগলেন। তাকে বধের জন্য বলিপ্রদানকারীকে খড়্গ দেওয়া হল, কিন্তু শুনঃশেফকে করুণস্বরে কাঁদতে দেখে বলিপ্রদানকারী অর্থের বিনিময়েও বলি দিতে ইচ্ছা করলেন না। তখন রাজা সভাস্থ সমস্ত দ্বিজগণকে 'সম্প্রতি কর্ত্তব্য কি' জিজ্ঞাসা করলেন। শুনঃশেফ উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে থাকলে জনগণের আক্ষেপও প্রবল হল, তাতে তুমুল কোলাহল উত্থিত হল। সেই সময় শুনঃশেফের পিতা অজীগর্ত্ত দণ্ডায়মান হয়ে বললেন—'হে নৃপবর হরিশ্চন্দ্র, আপনি সুস্থির হউন। আমি আপনার কার্য্য সমাধা করব। আমাকে ব্যক্তির পুত্রের প্রতিও বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মে।'

অজীগর্ত্তের কথা শুনে রাজা হরিশ্চন্দ্র আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে একশত অতি উত্তম গো দান করবেন বললেন। অজীগর্ত্ত লোভান্বিত হয়ে পুত্রকে সংহারের জন্য উদ্যত হলে সভাসদ্ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন। তাঁরা বললেন—'এই মহাপাপী ক্রুরকর্মা নিশ্চয়ই দ্বিজাকৃতি কোনও পিশাচ। বেদে স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়েছে 'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ'। তুই পুত্রকে বিনাশ করতে গিয়ে নিজেরই বিনাশ সাধন করছিস্। তুই আত্মঘাতী মহাপাপী চণ্ডাল, তোকে শতধিক্।'

সভাস্থলে এইরকম কোলাহল হতে থাকলে কৌশিক-নন্দন বিশ্বামিত্র দয়াপরবশ হয়ে মহারাজের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বুঝিয়ে বললেন—'শুনঃশেফ অত্যন্ত কাতর-ভাবে রোদন করছে, এইজন্য আপনার পক্ষে তাকে পরিত্যাগ করাই উচিত। তাতে অবশ্য আপনার যজ্ঞ সম্পূর্ণ হবে এবং রোগ নাশ হবে। আপনি নিশ্চয়ই জানবেন দয়াসম পূণ্য নাই আর হিংসাসম পাপ নাই। যারা কাম উপভোগে অনুরাগী, তাদের অধর্ম-প্রবৃত্তি ক্রমমার্গে দূরীকরণের জন্য অধিকারনু-যায়ী বলির ব্যবস্থা তামসিক শাস্ত্রে আছে, কিন্তু ঐ হিংসা বর্দ্ধনের জন্য নয়। মহারাজ আপনি বিচার করুন, নিজের দেহ রক্ষার জন্য অপরের দেহ ছেদন করা কি কখনও কর্ত্তব্য হতে পারে? কখনই নয়। সর্বভূতে দয়া, যথাযোগ্য বস্তুলাভে সন্তোষ, ইন্দ্রিয়বেগ দমনের দ্বারা জগদীশ্বর ভগবান্ সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন। সকল প্রাণীরই জীবনধারণ সর্বদা প্রিয়। সকল প্রাণীকেই নিজের ন্যায় বিচার করে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবেন। আপনি দ্বিজবালককে হত্যা করে নিজেরসুখাভিলাষ করছেন। তখন সেই বালকই বা কেন নিজ-সুখাস্পদদেহকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করবে না? তার সঙ্গে আপনার কোনও শত্রুতা নেই, তবুও আপনি নিরপরাধ দ্বিজপুত্রকে বধের জন্য উদ্যত হয়েছেন। শত্রুতা ব্যতীত যে ব্যক্তি নিজসুখকামনায় কাউকে হত্যা করে, প্রতিক্রিয়ফলে সেই হতব্যক্তি পুনরায় জন্মগ্রহণ করে জন্মান্তরে নিশ্চয়ই তার ঘাতককে সেইভাবে হত্যা করবে। শুনঃশেফের পিতা নিতান্ত দুষ্টসত্ত্বস্বভাব, দুর্মতি ও পাপাচারী। সে সামান্য অর্থলোভে পুত্রকে মারবার জন্য উদ্যত হয়েছে। রাজ্যমধ্যে কেউ পাপাচরণ করলে, রাজাও নিঃসন্দেহে সেই পাপের ষষ্ঠাংশভাগী হবেন। এই জন্য রাজার উচিত পাপাচরণ-কার্য্য নিষিদ্ধ করা। অজীগর্ত্ত যখন তার পুত্রকে বিক্রি করতে ইচ্ছা করেছিল, তখনই আপনার সেইকাজে বাধা দেওয়া উচিত ছিল। আপনি সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেছেন। ধর্মাত্মা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। আর্য্য হয়ে কিজন্য অনার্য্যের ন্যায় কার্য্য করতে ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়েছেন? আমার কথা যদি আপনি শোনেন ও ব্রাহ্মণপুত্রকে মুক্ত করেন, তা হলে আপনি সর্বতোভাবে সুখী হতে পারবেন। আপনার পিতা বশিষ্ঠের শাপে চণ্ডাল হয়েছিলেন, আমি তাঁকে তপঃপ্রভাবে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেছি।' কিন্তু বিশ্বামিত্রের বহুপ্রকার উপদেশ ও প্রবোধবাক্য শুনেও হরিশ্চন্দ্র জলোদর রোগ মুক্তির জন্য শুনঃশেফকে বলিদানের মত কাজ থেকে মুক্তি দিতে ইচ্ছা করলেন না। তাতে মুনিবর বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হলেন। *(ক্রমশঃ)*

বিহারের রাজধানী পাটনায় গৌড়ীয় মঠ ও মিশনের শতবর্ষ পূর্তি মহোৎসব উপলক্ষ্যে সনাতন ধর্ম্মসভা

সংগ্রাহক—শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে তথা সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে ও মিশনের পরিচর্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে গৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি মহোৎসব উপলক্ষ্যে জগৎগুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত মিশনের অন্যতম শাখা বিহারের রাজধানী পাটনা মিঠাপুর স্থিত শ্রীগৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করে গত ১৮ ই সেপ্টেম্বর, রবিবার পাটনায় বীরচন্দ্র প্যাটেল পথস্থিত ''রবীন্দ্র ভবন'' এ ''শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান'' সম্বন্ধে এক সনাতন ধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বিহারের রাজ্যপাল মহামান্য শ্রীরামনাথ কোবিদ, ন্যায়াধীশ, শিক্ষাবিদ

আদি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। মিশনের পক্ষ থেকে সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ (মুম্বাই), ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ (গোদ্রুম), শ্রীপাদ ভক্তি চারু গোবিন্দ মহারাজ, (বেনারস), শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ নিমি মহারাজ (আমলাজোড়া), শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজ (গয়া), শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ (আমলাজোড়া), শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক

মহামহিম রাজ্যপালের প্রদীপ প্রজ্জালনের একটি দৃশ্য

হৃষীকেশ মহারাজ (কলকাতা), শ্রীঅমৃতবিলাস দাস ব্রহ্মচারী (চিরুলিয়া), শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণ দাস ব্রহ্মচারী (পুরী) , শ্রীধরণীদাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা), শ্রীবনমালী দাস ব্রহ্মচারী (পাটনা), শ্রীগুণধর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী গোরাচাঁদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা), শ্রীচক্রধর দাস ব্রহ্মচারী (সিংপুর), শ্রীচতুর্ভূজ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা) , শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা), শ্রীমাধবেন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী (গোদ্রুম), শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা), শ্রীঅচিন্ত্যমাধব দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা), শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী (দিল্লী), শ্রীরাজকিশোর দাস ব্রহ্মচারী (লক্ষ্ণৌ) শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী (মোগলসরাই) আদি সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার বিকাল ৪ টায় শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ, শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীপাদ ধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণ গৌড়ীয় মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তির উদ্দেশ্য তথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদানের কথা সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন।

গত ১৭ ই সেপ্টেম্বর, শনিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় পাটনা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হতে কতিপয় সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের নিয়ে মঠের স্থানীয় অঞ্চলে একটি সংক্ষিপ্ত

মহামহিম রাজ্যপাল গোস্বামীপাদকে প্রনাম জানাচ্ছেন

শোভাযাত্রার মাধ্যমে পাটনা বাসীদের মধ্যে বিরাট অনুষ্ঠানের কথা প্রচার করা হয়। সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ হতে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ মঠে মনোজ্ঞ ভাষণের দ্বারা সকল ভক্তদের উৎসাহিত করেন।

পরদিন অর্থাৎ ১৮ ই সেপ্টেম্বর, ২০১৬ তারিখ প্রভাতী কীর্তন, মঙ্গলারতি, পরিক্রমা ও শ্রীগোস্বামীপাদের গৃহে বৈঠকী কীর্ত্তনের অন্তে সকল ভক্তগণ বাল্যপ্রসাদ সেবন করেন। বেলা ১১টায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ মিঠাপুর হতে একটি নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়ে ডি.বি. সি. চক্, ঝুনঝুন মহল মার্গ, ১ নং গর্দানী বাগ, আর. ব্লক. গোলম্বর হয়ে দুপুর ১ ঘটিকায় রবীন্দ্র ভবনে পৌঁছায়। প্রায় ৫০০ জন ভক্তমণ্ডলী ঐ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত শোভাযাত্রায় সর্বপ্রথমে অনুষ্ঠান ঘোষণাকারী একটি রিক্সা,

সনাতন ধর্ম সম্মেলনে মঞ্চে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ, রবীন্দ্রভবন, পাটনা

একটি হাতী, 'সনাতন ধর্ম সম্মেলন' লিখিত একটি ব্যানার, তুলসীর টব বহনকারী ১১ জন ভক্ত, ২০ জন মহিলা ভক্ত গঙ্গা জল, ৪০ জন মহিলা ভক্ত কলসী, ৩০ জন মহিলা ভক্ত প্লাকার বহন করে চলছিলেন। এরপর রথযাত্রায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আলেখ্য, সংকীর্তন গদী যুক্ত সংকীর্তন পার্টি সেখানে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে করতে চলছিলেন ও সবশেষে মহিলা ভক্তগণ সংকীর্তন করতে করতে চলছিলেন। পরিক্রমা পার্টি দুপুর ১ টায় রবীন্দ্র ভবনে পৌঁছায়। দুপুর ২টা থেকে রবীন্দ্র ভবনে পরিক্রমায় অংশগ্রহণকারী সকল ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকাল ৩.৩০ ঘটিকায় শ্রীগুরুবর্গের জয় বন্দনান্তে শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজের পরিচালনায় হিন্দীভজন পরিবেশিত হয়।

৪ ঘটিকায় মহামহিম বিহারের রাজ্যপাল শ্রীরামনাথ কোবিদ মহোদয় মঞ্চে পদার্পণ করেন। তৎপূর্বে মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ মঞ্চে পদার্পণ করার পর রাষ্ট্রসংগীত ''জনগমমন অধিনায়ক জয় হে'' জে. ডি ওমেনস্ কলেজের ছাত্রীদের কণ্ঠে পরিবেশিত হয়। বেনারস মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিচারু গোবিন্দ মহারাজ মঙ্গলাচরণ করেন। মহামহিম রাজ্যপাল মঞ্চে আসীন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আলেখ্যে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রদীপ প্রজ্বালনের দ্বারা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। মিশনের সেবাসচিব মহোদয় স্বাগত ভাষণে স্বল্পাক্ষরে গৌড়ীয় মিশন ও শ্রীল প্রভুপাদের অবদান তথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের কথা ব্যক্ত করেন। বিশেষ অতিথি ডঃ ওম্ প্রকাশ ভারতী (পূর্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়, ভারত সরকার) তিনি সনাতন ধর্মের স্রষ্টা রূপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর নাম ব্যক্ত করেন। এরপর বিশেষ অতিথি রূপে ন্যায়মূর্তি শ্রীসুধীর কুমার সিংহ (উচ্চ ন্যায়ালয়, পাটনা) ও সম্মানীয় অতিথি ন্যায়মূর্তি শ্রীমিহির কুমার ঝাঁ (লোকাযুক্ত, বিহার) শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও সনাতন ধর্ম সংস্কৃতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করে। মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ আর্শীবানীর দ্বারা সকলকে আর্শীবাদ প্রদান করে বলেন—''শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিই মানব জীবনের সার।'' অতঃপর বিহারের রাজ্যপাল মহামহিম শ্রীরামনাথ কোবিদ বলেন—''ভারতবর্ষ মুলতঃ আস্থাবাদী রাষ্ট্র। এইজন্য এই দেশ প্রেমে বিশ্বাস করে, ভক্তিতে বিশ্বাস করে ও সারা বিশ্বকে এক পরিবার বলে মনে করে। উপনিষদের এইবাক্য ''বসুধৈব কুটুম্বকম্'' ভারতবর্ষের কেবলমাত্র কেবলমাত্র শাস্ত্রীয় বাক্যমাত্র নয় ইহা ভারতবর্ষের রোমে রোমে সঞ্চারিত হয় এবং ইহাই ভারতীয় যুবশক্তির মূল উৎস।'' উপস্থিত অতিথিবৃন্দের স্মৃতিচিহ্ন প্রদান পূর্বক শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ মহামহিম রাজ্যপাল সহ সকল অতিথিবৃন্দদের মিশনের পক্ষ হতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর রাষ্ট্র সংগীত পরিবেশনের দ্বারা প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অধিবেশনে শুরু হয় বৈকাল ৫ টায়। উক্ত অধিবেশনে ''শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষা ও অবদান'' সম্বন্ধে সভায় উপস্থিত সভ্যবৃন্দ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন মিশনের বর্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ, সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর মহারাজ, ডঃ ওম্ প্রকাশ ভারতী (নির্দেশক, পূর্ব সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়, ভারত সরকার), শ্রীস্বামী হরেরামাচার্য জী মহারাজ (শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, হুলাসগঞ্জ, জহানগর, বিহার), শ্রীকৃষ্ণ পরাশর শাস্ত্রী জী

নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার একটি দৃশ্য

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে চিত্তরঞ্জন সাহানী ও হরেকৃষ্ণ হালদার

(মোক্ষধাম, মানপুর, গয়া), ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ (মঠাধ্যক্ষ, শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মুম্বাই), ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিস্নাত সজ্জন মহারাজ (সহ-অধ্যক্ষ, শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, নদীয়া)। সকল বক্তাগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, সমাজ সংস্কার, ধর্ম প্রচারণ, ভক্তি প্রচার সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন। প্রায় রাত্রি ৭।৩০ টার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। সর্বপ্রথমে ভুবনেশ্বর হতে আগত ডঃ চিত্তরঞ্জন সাহানী মহোদয় উড়িষ্যা নৃত্য প্রদর্শন করেন। সবশেষে কলকাতা রবীন্দ্র ভারতীর মৃদঙ্গ অধ্যাপক শ্রীহরেকৃষ্ণ হালদার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামকীর্তনের বাদ্যযন্ত্র শ্রীমৃদঙ্গ বাদনের দ্বারা ও নৃত্য, মৃদঙ্গ যুগলবন্দী সকল শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করেন। সবশেষে গৌড়ীয় মিশনের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীদের দ্বারা ও নৃত্য মৃদঙ্গং যুগলবন্দীর নৃত্যগীতের মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। সকল সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় ভক্তবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিহারের রাজধানী পাটনায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর বাণীর বিপুল প্রচার সম্ভব হয়েছে। ❑

উর্জ্জাব্রতকালে রাধাকুন্ডে ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা

উর্জ্জাব্রতকালে আগামী ২৫শে অক্টোবর মঙ্গলবার ২০১৬ থেকে ৩০ শে অক্টোবর রবিবার ২০১৬ ছয়দিন ব্যাপী মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীরাধাকুন্ডস্থিত শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে শ্রী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত 'শরণাগতি' সম্বন্ধে আলোচিত হইবে। মিশনের সেবাসচিব পূজ্যপাদ ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন ক্লাস লইবেন। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করিতে চায় তাহাদেরকে নিজ নিজ খরচায় ২৩শে অক্টোবরের মধ্যে শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠে উপস্থিত হইতে অনুরোধ করা হইতেছে।

ইচ্ছুক মঠবাসী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উভয়স্থানে (কলকাতা ও রাধাকুন্ড) পারমার্থিক ক্লাসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহারা Internet Video Conference (SKYPE)-এর মাধ্যমে ক্লাস করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী, অধ্যক্ষ, গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট (9088373464) নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

Registered: KOL RMS/35/2016-2018

Registered: KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/10/2016

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003. Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) দামোদরষ্টকম্, (২) গুরুমহারাজের হরিকথা (ষষ্ঠ খণ্ড), (৩) জীবে দয়া (হিন্দী), (৪) গৌড়ীয় দর্শন, (৫) শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর, (৬) শ্রীশ্রীগোপীনাথ চরিতামৃত (হিন্দী) ও (৭) শ্রীগয়াধাম-মাহাত্ম্য (৮) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ৩টি খন্ডে ৯) শ্রীমদ্ভাগবতম সম্পূর্ণ— শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরাতো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org